বর্ষ ২
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

# ঘাসফুল বার্তা

## বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা

# সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এইডস প্রতিরোধ করতে হবে

'এইডস প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, ঘাতক ব্যাধি এইডসের প্রতিরোধ করতে হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সবার অংশগ্রহণে। জাতীয় এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সংস্থার প্রকল্প কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই সভার আয়োজন করে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে, অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের স্বাস্থ্য উপ-পরিচালক ডা: নুরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনলজির অধ্যক্ষ ডা: এম সুলতান উল আলম, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের সম্পাদক সৈয়দ উমর ফারুক, বিভাগীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ, ৩৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার সাইফুল আলম চৌধুরী। এতে 'এইডস প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। আলোচনায় অংশ নেন পশ্চিম মাদারবাড়ি সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল হক চৌধুরী, পিয়াব গ্রুপ সদস্য মো. সামসুদ্দোহা, পশ্চিম মাদারবাড়ি জাহানারা ফাউন্ডেশন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মো. আবু তাহের প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংস্থার একাউন্টস অফিসার মোস্তফা জামাল উদ্দিন। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা অফিসার আল্লুমান বানু লিমা।

*বিশ্ব এইডস দিবসে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন (ডান থেকে) ডা: নুরুল আলম, অধ্যাপক ডা: এম সুলতান উল আলম, সৈয়দ উমর ফারুক, নূর মোহাম্মদ, সাইফুল আলম চৌধুরী, আফতাবুর রহমান জাফরী ও নিবন্ধকার শাহাব উদ্দিন নীপু*

প্রবন্ধকার শাহাব উদ্দিন নীপু তার মূল প্রবন্ধে বলেন, 'এবারের এইডস দিবসে এবং এ দিবসকে ঘিরে সপ্তাহ জুড়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে, গণসচেতনতা তৈরীর নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। এটা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। এইডস বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের উদ্যোগে সামিল হচ্ছেন সাধারণ দেশবাসী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ–আমরা আশান্বিত হচ্ছি।' তিনি আরো বলেন, 'এইডস বিষয়ক কার্যক্রম এখন আর শুধু সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা কিছু এনজিও-র বিষয় নয়। সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ, সাধারণ মানুষ সবাই মিলে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে এগিয়ে না এলে আমাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে'। তিনি এইডস বিষয়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরার পাশাপাশি ঘাসফুলের এইডস বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং সরকারসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি কতিপয় দাবি উত্থাপন করেন।

প্রধান অতিথি ডা: নুরুল আলম বলেন, 'বন্দর শহর হওয়াতে এইডস সংক্রমণের দিক থেকে চট্টগ্রাম বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে বাইরের দেশের নাবিকরা এসে আবাসিক যৌনকর্মীদের সাথে দেহ মিলন করে আর এই যৌনকর্মীদের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এই ঘাতক ব্যাধির জীবাণু'। স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, 'ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণের মাধ্যমে আমরা এ রোগের সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডা: এম সুলতান উল আলম বলেন, 'সৃষ্টির মূলে যৌন জীবন এবং একে পাশ কাটানো বা অস্বীকার করার কোনো উপায় আমাদের নেই। আর এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধির বিস্তারে

*(পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন)*

## মানব সম্পদ উন্নয়ন ম্যানুয়াল পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুলের মানব সম্পদ উন্নয়ন ম্যানুয়াল পর্যালোচনা কর্মশালায় মাতৃকালীন ছুটি বর্ধিতকরণ, ছুটির দিনে কাজের ভাতা, শিক্ষা ছুটি, পদবি কাঠামো তৈরী ও বেতন কাঠামোর আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সময়ানুগ কতিপয় প্রস্তাবনা এসেছে। গত ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

*বক্তব্য রাখছেন সঞ্চালক অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মান*

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান

*(পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন)*

## অধিকারবঞ্চিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুলের শীর্ষস্থান

এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের (এএবি) দীর্ঘ মেয়াদী পার্টনারদের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত অধিকারবঞ্চিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বড় গ্রুপে শীর্ষ তিনটি স্থানের দুইটিই অধিকার করেছে ঘাসফুল স্কুলের দু'জন শিক্ষার্থী।

*চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভকারী শফিকুল*

গত ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বড় গ্রুপে ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের ছাত্র শফিকুল ইসলাম প্রথম এবং

*(পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন)*

### অন্য পাতায়


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় / নিবন্ধ | ৩ |
| কেস স্টাডি / নারী দিগন্ত | ৪ |
| বনভোজন | ২ |
| সংবাদ | ২, ৫ ও ৬ |

২৫ ডিসেম্বর ২০০৩। সরকারী ছুটির এই দিনে ঘাসফুল পরিবারের সবাই ছুটে গিয়েছিলো প্রকৃতির অপূর্ব নিসর্গ শোভা কাঞ্চাই এর পর্যটন এলাকায়। দিনভর সেখানে আনন্দ আর নানা আয়োজনের সাংস্কৃতিক পর্বে গান পরিবেশন করছেন একজন অতিথি

## এইডস প্রতিরোধে ঘাসফুলের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ইমামরা

# এইডসের ইঙ্গিত কোরআনে আছে, প্রতিরোধও করতে হবে কোরআনের আলোকে

'যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা' শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন সভায় মসজিদের ইমামরা বলেছেন, ঘাতক ব্যাধি এইডসের ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনে আছে এবং একে প্রতিরোধও করতে হবে কোরআনের আলোকে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল গত ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে। সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে মূখ্য আলোচক ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামের পরিচালক মহিউদ্দিন নুরুল আবসার। এতে 'যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। আলোচনায় অংশ নেন ঘাসফুলের লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন, ডেবারপাড় গাউছিয়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মো. হানিফ সাদিক, বিশিষ্ট বক্তা হারুন-অর রশীদ, পলোগ্রাউন্ড জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মো. ফোরকান উল্লাহ ফারুকী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংস্থার প্রশাসন সহকারী মামুনুর রশীদ।

এইডস বিষয়ক ইমাম ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন (ডান থেকে) মহিউদ্দিন নুরুল আবসার এবং নিবন্ধকার শাহাব উদ্দিন নীপু

আলোচনায় অংশ নিয়ে মসজিদের ইমাম ও খতিবরা সচেতনতার এ বার্তা মসজিদে মসজিদে মুসল্লীদের সামনে উপস্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি মফিজুর রহমান বলেন, 'ইমাম ও খতিবদের সহযোগিতা পেলে কোরআন ও হাদিসের আলোকে এইডস প্রতিরোধ বিষয়ে ঘাসফুল একটি বুকলেট প্রকাশ করবে।'

**আগ্রাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় :** গত ২ নভেম্বর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে আগ্রাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম ও ১০ শ্রেণীর ছাত্রীদের নিয়ে এইডস বিষয়ক এক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূখ্য আলোচক ছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডা. সাবা নাজনীন ইসলাম। এতে ১৪৫ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

**বারিক মিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় :** এদিকে নগরীর আগ্রাবাদস্থ বারিক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম ও ১০ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গত ১১ নভেম্বর স্কুল মিলনায়তনে এইডস বিষয়ক অপর এক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাজী আবদুল মোনাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূখ্য আলোচক ছিলেন ডা. আব্বাস উদ্দিন। প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সি এম শাহ আলমের উপস্থাপনায় উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রশাসন সহকারী মামুনুর রশীদ। এতে ১০২ জন ছাত্র-ছাত্রী ওরিয়েন্টেশন গ্রহণ করেন।

**ট্রাক চালক ওরিয়েন্টেশন :** এইডস বিষয়ক ট্রাক চালক ওরিয়েন্টেশনে গত ১৯ ডিসেম্বর ৩০ জন ট্রাক চালক ওরিয়েন্টেশন গ্রহণ করেছেন। সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক ছিলেন ডা. আব্বাস উদ্দিন। সি এম শাহ আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে আরো আলোচনায় অংশ নেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সবচেয়ে বেশী দায়ী অরক্ষিত যৌন জীবন। সমাজের অসচেতন মানুষকে জানাতে হবে, বোঝাতে হবে। ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে টার্গেট গ্রুপ ঠিক করে এ সম্পর্কিত বার্তা পৌছিয়ে দিতে হবে'। এ সংক্রান্ত কাজকে পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, 'এরপর আপনার পরিচিত এলাকার একজন লোকও এ রোগে মারা গেলে তার জন্য নৈতিকভাবে দায়ী থাকতে হবে আপনাকে—এ বোধ থেকে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে'।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ উমর ফারুক বলেন, 'বিশ্বে এখন এইডসকে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে মনে করা হচ্ছে। যে সব দেশ এ রোগের ভয়াবহতার কবলে পড়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে'। এইডস থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলাটা একমাত্র পথ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কমিশনার সাইফুল আলম চৌধুরী বলেন, 'ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং সর্বস্তরে সচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে এইডসের মহামারী রোধ করতে হবে। দেশে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও আমরা এইডস নিয়ে বেশ ঝুঁকির মধ্যে আছি'।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নুর মোহাম্মদ বলেন, 'অশ্লীলতা, সমকামিতা, অবাধ যৌন মিলনের ফলে এইডস হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের বসে থাকার কোনো উপায় নেই। পরিবার থেকে সর্বস্তরে আমাদেরকে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে'।

সভাপতির বক্তব্যে আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, 'সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে আমরা এইডস নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, নেই ভয়াবহতার সত্যিকার চিত্র'। তিনি অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং ঘাসফুলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বক্তারা বলেন, এইডস এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। সে হিসেবে এটি আমাদেরও সমস্যা। তাছাড়া কিছু ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের জন্য আমরা এইডস নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কার মধ্যে আছি। এ শঙ্কা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে বেড়ানো রোধ করতে হলে আমাদেরকে এইডস প্রতিরোধ করতে হবে।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সংগঠনের স্থায়ী স্টাফবৃন্দ অংশ নেন। কর্মশালায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ফ্যাকাল্টির ডীন অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মান। বিভিন্ন সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে সংস্থার মানব সম্পদ উন্নয়ন ম্যানুয়ালকে সময়োপযোগী করার প্রস্তাব করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাতৃকালীন ছুটি ৩ মাসের স্থলে ৪ মাসে বর্ধিত করা, সরকারী ছুটির দিনে কাজের জন্য দৈনিক ভাতা নির্ধারণ, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বছরে ১ মাসের শিক্ষা ছুটি, পূর্ণাঙ্গ পদবী কাঠামো প্রণয়ন, বেতন কাঠামোর আধুনিকায়ন প্রভৃতি। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী বছরে সংশোধিত ম্যানুয়াল কার্যকর হবে।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমিরুদ্দিন স্কুলের ছাত্রী স্মৃতি তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এএবি'র সারা দেশের ১৯ টি সহযোগী সংস্থার ১০ জন করে মোট ১৯০ জন শিশু এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত, এই প্রতিযোগিতা ছিলো 'চিলড্রেন ফেস্টিভ্যাল ২০০৩'-র অংশ বিশেষ। এর আগে সাভারস্থ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশুদের পাপেট শোসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার পর জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করে সব শিশু।

**এইডস থেকে নিজে বাঁচুন ও অন্যকে বাঁচান।**

# ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩


## কোরআনের বাণী

আর তারা ভয় করুক যে, অসহায় ছেলেপিলে পেছনে ফেলে রেখে গেলে তাদের জন্য তারাও উদ্বিগ্ন হবে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলে। (সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৩)

## স্বাগত ২০০৪ সাল

স্বাগতম হে নববর্ষ ২০০৪। পুরাতনের জীর্ণতাকে পেছনে ফেলে শীতের কুয়াশার চাদরে ঢেকে আরেকটি বছর এলো আমাদের দোরগোড়ায়। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে গ্রহণ করার চিরচরিত প্রথাকে অব্যাহত রেখে আমরাও বরণ করে নিচ্ছি নতুন বছর ২০০৪ কে। একই সাথে আমাদের সব অর্জন আর ব্যর্থতাকে স্মরণে রেখে বলি-বিদায় ২০০৩।

আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় পূর্ণ ছিলো গেল বছর। একইভাবে সাফল্য-ব্যর্থতার নানা আয়োজনে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের পথ চলা গত বছরে। ব্যর্থতার কথা আমাদের স্মরণে থাক, আমরা যেন পরবর্তীতে সাফল্য লাভ করতে পারি তার ভিত্তি হোক। আমরা আমাদের সফলতার কথাই বলতে চাই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছি অধিকার বঞ্চিত শিশুদের জন্য সরকারী বিনা মূল্যের বই সংগ্রহ করতে পেরে। গত বছর আমরা ২৬ টি স্কুল পরিচালনা করেছি। আমাদের দু'টো উন্নয়ন কেন্দ্র গত বছরের শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে। গার্মেন্টেসে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে আমরা অন্য সব সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলাম। সাধারণ রোগের চিকিৎসা, টিকাদানসহ নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমেও উপকারভোগীদের সেবা গ্রহণের হার ছিলো চোখে পড়ার মতো। সিডিএফ-এর সর্বশেষ তথ্যে (ডিসেম্বর ২০০২) সারা দেশে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে ঘাসফুলের অবস্থান ৩২-তম। নগরে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাফল্যের পর আমরা গ্রামের দিকে এগিয়ে গেছি। পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ও ইছানগর ইউনিয়নে আমাদের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যসূচি চালু হয়েছে এবং হাটহাজারী উপজেলার ছাদেক নগরে উক্ত কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের নানা আয়োজন ছিলো বছর জুড়ে। গত বছর থেকে মানবাধিকার সংগঠন ব্লাস্টের সাথে ঘাসফুল যৌথভাবে 'জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং, হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ' নামে নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঞ্চিত, দরিদ্র, অধিকারহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হোক আগামী বছরেও এবং সে সাথে ঘাসফুলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক-এ কামনায় শুভ নববর্ষ ২০০৪।

নি ব ন্ধ

# এইডস প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

শাহাব উদ্দিন নীপু

বিশ্বে প্রতি দিন পড়ে ৮ হাজার ৪০০ মানুষ এইডসে মারা যাচ্ছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানা গেছে। তাতে আরো বলা হয়েছে, বর্তমান বিশ্বের ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত। আর এ পর্যন্ত এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লাখ। ২০০৩ সালে এ রোগে মারা গেছে ৩০ লাখ মানুষ এবং নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরো ৫০ লাখ। আক্রান্তদের শতকরা ৯৫ ভাগই উন্নয়নশীল দেশের। ২০০৩ সালে যারা এইডসে আক্রান্ত হয়েছে তার ৫০ ভাগ নারী এবং বাকি ৫০ ভাগ ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ। বিশ্বের এইডস আক্রান্ত ২৫ লাখ মানুষেরই বয়স ১৫ বছরের নীচে।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৩ উপলক্ষে যখন এই ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন বিশ্ববাসী ভাবিত না হয়ে পারেন না। তাই এবারের এইডস দিবসে এবং এ দিবসকে ঘিরে সপ্তাহ জুড়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে, গণসচেতনতা তৈরীর নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। এটা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। এইডস বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের উদ্যোগে সামিল হচ্ছেন সাধারণ দেশবাসী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ–আমরা আশান্বিত হচ্ছি।

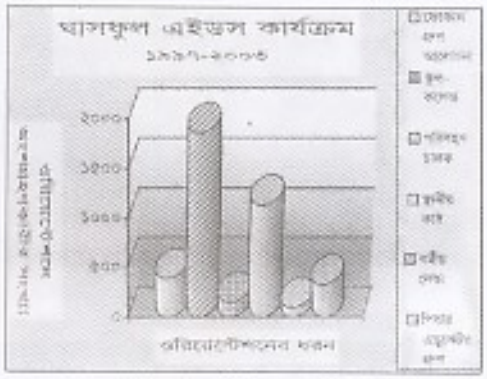


পুরো পৃথিবীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এইডস দিবসকে ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় একটি ধ্বনিরই অনুরণন ঘটেছে–গণসচেতনতা তৈরী করো। সেখানে আরো বলা হয়েছে, এইডস বিষয়ক কার্যক্রম এখন আর শুধু সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা কিছু এনজিও-র বিষয় নয়। সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ, সাধারণ মানুষ সবাই মিলে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে এগিয়ে না এলে আমাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে। বিপদের এ আশঙ্কা সবার মতো আমাদেরও। আমরাও মনে করি, ব্যাপক সচেতনতা তৈরীর মধ্য দিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া এ বিপদ থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

**এইডস বিষয়ক কার্যক্রমে ঘাসফুল:** স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ঘাসফুল চট্টগ্রামের মানুষদের মাধ্যমে এ দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছে; তাদের অধিকার আদায়ে নিয়ত সংগ্রামী। সময়ের দাবিতে নানা নাগরিক ইস্যুতে কাজ করেছে ও করছে ঘাসফুল। এই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল ১৯৯৭ সাল থেকে এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। শুরুর দু'বছর অর্থাৎ, ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে ঘাসফুল মূলত: ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে এ সচেতনতা তৈরীর চেষ্টা চালায়। ১৯৯৭ সালে পাঁচটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মোট ৮৭ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এইডস বিষয়ক তথ্য পৌঁছে দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালে ১২-টি অনুরূপ আলোচনায় অংশ নেন ২৯৯ জন অংশগ্রহণকারী।

১৯৯৯ সাল থেকে ঘাসফুলের এইডস কার্যক্রমে আরো বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত হয়। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ট্রাক-টেম্পু-টেক্সী-রিক্সাসহ পরিবহন চালকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, স্থানীয় ক্লাব এবং ধর্মীয় নেতা হিসেবে ইমামদেরকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, এইডস বিষয়ক পিয়ার এডুকেটর গ্রুপও কাজ করছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯৯৯ সালে দু'টি স্কুল ও একটি কলেজের ২৬৬ জন, ২০০০ সালে দু'টি স্কুল ও দু'টি কলেজের ২৩২ জন, ২০০১ সালে দু'টি স্কুল, একটি কলেজ এবং একটি স্কুল ও কলেজের ৪০৫ জন, ২০০২ সালে দু'টি স্কুল ও দু'টি কলেজের ৪২৪ জন এবং ২০০৩ সালে একটি কলেজ ও তিনটি স্কুলের ৪৩৮ জন ছাত্র ছাত্রী এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন লাভ করে। এ পর্যন্ত মোট ১৯-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮৫৬ জন এ বিষয়ে ধারণা লাভ করলো।

স্থানীয় ক্লাবের মধ্যে ১৯৯৯ সালে পাঁচ ক্লাবের ৩৩০ জন, ২০০০ সালে চার ক্লাবের ৩৩৬ জন, ২০০১ সালে দু'ক্লাবের ১৮৯ জন, ২০০২ সালে দু'ক্লাবের ২০০ জন এবং এ বছর একটি ক্লাবের ৮৩ জন সদস্য এইডস বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন লাভ করেন। এ পর্যন্ত ১৪-টি ক্লাবের ১১৩৬ জন সদস্য এ কার্যক্রমের আওতায় এলেন। স্থানীয় ক্লাবগুলো হলো: ইয়ং সোসাইটি, গণকল্যাণ পরিষদ, সৃজনী সংসদ, অনিকেত ক্লাব, স্বাদেশীক ক্লাব, দিশারী পাড়া ক্লাব, কদমফুল ক্লাব, ইয়ং ড্রাগন ক্লাব, আলোসিড়ি ক্লাব, অয়ন ক্লাব, সুপারীপাড়া যুবকল্যাণ ক্লাব এবং যুবক সংঘ।

গণসচেতনতা তৈরীর ক্ষেত্রে ঘাসফুল বরাবরই ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছি। মসজিদের ইমামরা শুক্রবার জুমার খুৎবাতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেবেন এমন প্রত্যাশায় ১৯৯৯ সাল থেকে মসজিদের ইমাম ও খতীবদের ওরিয়েন্টেশন দিয়ে আসছে ঘাসফুল। এ পর্যন্ত চারটি সেশনে ৯১ জন ইমাম এ ওরিয়েন্টেশন গ্রহণ করেছেন।

২০০০ থেকে ২০০৩–প্রতি বছর একটি করে মোট পাঁচটি সেশনে ১৪৬ পরিবহণ চালক ঘাসফুল থেকে এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, গত বছর থেকে ঘাসফুল শুরু করেছে এইডস সচেতনতা তৈরীতে পিয়ার গ্রুপ কার্যক্রম। পিয়ার এডুকেটর গ্রুপের সদস্যরা এ দু'বছরে ১২ দফা

(পৃষ্ঠা ৪-এ দেখুন)

# মরিয়ম: ঘাসফুলে খুঁজে ফিরে জীবনের দম

লুৎফুন্নেসা লিমা

মানব জীবন বহতা নদীর মতো। নিরন্তর বয়ে চলা এ জীবনের বাঁকে বাঁকে কত সুখ, কত দুঃখ। নদীতে জোয়ার এলে ভরে উঠে দু-কূল। নদী গতিপথ বদলালেও একদিন মরে যায় পুরনো প্রবাহ। পুরনো ব্রহ্মপুত্র মরে গেলেও নতুন ব্রহ্মপুত্রের চলা কিন্তু থামে না। জীবন গতিপথ বদলালেও থামেনি মরিয়মের পথ চলা। আসুন তার কথকতার গল্প শুনি।

দুঃখ-কষ্টে প্লাবিত এক নারী মরিয়ম বেগম। তার জীবনের উপর আলো ফেলতে আমাদের এই উদ্যোগ। আসুন, একটু পেছন থেকে তাকে দেখি। পাঠানটুলী এলাকায় বংশাল পাড়ায় ছোট থেকে তার বড় হওয়া। নিজের খুব ইচ্ছা থাকলেও বাবার সীমিত রোজগারের কারণে কোন মতে ৮ম শ্রেণী পাস করেই পড়ালেখার ইতি ঘটে তার। ৩ ভাই ৫ বোনের অভাবগ্রস্ত সংসারে মরিয়মই ছিলেন সবার বড়। আর এই বড় হওয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খুব অল্প বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। কিন্তু মরিয়ম কি জানতেন বিয়ের পরের এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কথা?

বিয়ের পর পরই তার জীবনে শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে হলেও স্বামীর নির্যাতনে মরিয়মের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্দশা। প্রায় প্রতি রাতেই স্বামীর মদ খেয়ে ঘরে ফেরা, বাইরে রাত কাটানো, আর অন্য নারীর সঙ্গ যখন মরিয়মের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই মরিয়ম প্রতিবাদ করেন। আর এই প্রতিবাদের কারণে তার উপর চলতে থাকে নানা ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। শত নির্যাতন সহ্য করেও একমাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দিন কাটে তার।

তবুও জীবন গতিপথ বদলায়, হোঁচড় খায় মরিয়ম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় তার জীবনে নেমে আসে তালাকের খাড়া। বাবার বাড়ীই ছিল তার শেষ সম্বল। দেড় বছরের ছোট্ট ছেলেকে প্রায় জোর করেই রেখে দেয় মদ্যপ ও লম্পট স্বামী। ছেলে হারানোর এক বুক ব্যথা নিয়ে বাবার বাড়ীতে মাতৃহীন ছোট ভাই বোনদের দেখা শোনার দায়ভার কাঁধে নিয়ে মরিয়মের শুরু হয় দিন কাটানোর পালা। প্রতীক্ষায় তার দিন কাটে- কখন ছেলে বড় হবে, মা বলে ডাকবে, ছেলেকে একটু কাছে পাবে। দ্বিতীয় বিয়ে কেন করেন নি জানতে চাইলে মরিয়ম জানান, স্বামীর কাছে এতই নির্যাতন সয়েছি যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রশ্নই আসে না। বাঙালি মেয়েরা শত কষ্টের পরও চোখ বুজে

(পৃষ্ঠা ৫-এ দেখুন)

কে স স্টা ডি

# 'বড় হয়ে মানুষ হব' একটি জীবন চিত্র

সাইফউদ্দিন আহমদ

'আমি মেথর হয়ে থাকতে চাই না, আমি চাই সবার মত বড় হতে' সুইপার কলোনীর বঞ্চিত শিশু অভিরামের আকুতি। তার চাওয়া সমাজের আর দশটি শিশুর মত বেড়ে উঠার অধিকার। অচ্ছুৎ জীবনের বন্ধনমুক্তি ও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনই তার প্রত্যাশা। সে চায় মানুষ হতে, একজন সাধারণ মানুষ যাকে দেখে কেউ বলবে না 'এই বেটা সুইপার'।

চট্টগ্রামে অবস্থিত চারটি সুইপার কলোনীর একটি হলো পূর্ব মাদারবাড়ী সুইপার কলোনী। আমাদের সমাজে 'জমাদার' বা 'হরিজন' সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এ জীর্ণ লোকালয়ে। মূলত: ১৯১৮ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার ভারতের কানপুর শহর হতে এদের নিয়ে আসে শহরের ময়লা আবর্জনা পয়:নিষ্কাশন কাজে ব্যবহারের জন্য। প্রথমে দশটি পরিবার, পরবর্তীতে আরও দশটি পরিবারকে এদেশে আনা হয়। তাদের কয়েকশ বংশধর আজ চারটি কলোনীতে বিভক্ত হয়ে চট্টগ্রাম শহরে বসবাস করছে। এই সম্প্রদায়ের কিশোর-কিশোরী হতে শুরু করে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের একটাই পেশা- জমাদারবৃত্তি।

এমনিই একটি পরিবারে জন্ম অভিরামের, যার বর্তমান বয়স ১২ বছর। অন্য সব শিশু কিশোরের মত অভিরামও জন্মগত পেশার বোঝা নিয়ে বেড়ে উঠছে। জন্মাবধি তার বাবা-মাকে দেখেছে এই পেশায়। কারণ আর কোন পেশায় যাওয়ার চিন্তা অথবা পরিস্থিতি তাদের পরিবেশে নেই। জন্মই যেন তাদের আজন্ম পাপ। সমাজে থেকেও তারা সমাজচ্যুত। অভিরাম সাত বছর বয়সে তাদের কলোনীতে অবস্থিত ঘাসফুল স্কুলে ভর্তি হয়। যদিও তাদের পরিবেশে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ততটুকু নেই, যতটুকু আছে তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী ঝাড়ু আর বালতির গুরুত্ব। তবুও শিক্ষার এই সুযোগ তাকে দেয় নতুন জীবনের সন্ধান। সে এখন বুঝতে শিখছে, অন্যভাবেও জীবন-যাপন সম্ভব। জমাদার তাদের একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। তাই অভিরামের উক্তি,'কেন আমি সুইপার হবো? আমি শিক্ষক হবো এবং আমার কলোনীর প্রতিটি বাচ্চাকে আমি স্কুলে পড়াবো'। এই আশা শুধু অভিরামের নয়; সুইপার কলোনীর প্রায় প্রতিটি শিশু-কিশোর আজ নতুনভাবে বাঁচার আশা করে। আর তাই সময় এসেছে এই অবহেলিত সম্প্রদায়কে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার। যেন অভিরাম সুইপার না হয়ে একজন মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়। আমাদের সমাজ কি তাদের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট?

*মায়ের সাথে অভিরাম-আজন্মের পেশা ছেড়ে যে বেরিয়ে আসতে চায়*

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গ্রুপ আলোচনা করেছে যেখানে মোট ৩২৬ জন এ সম্পর্কিত বার্তা লাভ করেছেন।

১৯৯৭ থেকে এ পর্যন্ত এইডস বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে জাতীয় এবং আঞ্চলিক সরকারী-বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আয়োজনে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। ঘাসফুল বিভিন্ন ফোরামেরও সদস্য। জাতীয় এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ এবং এসটিডি/এইচআইভি/এইডস প্রিভেনসন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি-চট্টগ্রাম তাদের অন্যতম। বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমেও ঘাসফুল সময়ে সময়ে সাংগঠনিক এ সব তৎপরতাকে আরো জোরদার করেছে। এর মধ্যে পোস্টার, ব্রশিওর, স্টিকার, নিবন্ধ প্রভৃতি।

**এইডস প্রতিরোধে আমাদের করণীয়:** ঘাতক ব্যাধি এইডস প্রতিরোধ সরকার কিংবা এনজিওগুলোর একক কোনো দায়িত্ব নয় এবং এটা সম্ভবও নয়। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ অসচেতন এবং তিনদিকে অবস্থিত দুই প্রতিবেশী দেশই এইডস নিয়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। তাই এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: ১) দেশে এইডস রোগীর সংখ্যা নিয়ে সরকার, দাতা সংস্থা ও জাতিসংঘের পরিসংখ্যান ভিন্ন ভিন্ন। দেশে এইডস পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা জনগণের সামনে পরিষ্কার করা উচিত সরকারের। ২) সরকারী হিসাবে দেশে গত বছর এইডসে আক্রান্ত হয়েছিলো ৬০ জন; আর এ বছর এই সংখ্যা ১৩৬, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী। ইউএনএইডসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন দেশে এইডস রোগের দ্রুত বিস্তারের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এ আশঙ্কা কতটা যৌক্তিক তাও স্পষ্ট করা উচিত সরকারের। ৩) এইডস একটি সামাজিক সমস্যা, মানবিক বিপর্যয়। তাই সমাজের সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে এক যোগে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। সবাইকে নিরাপদ জীবন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ৪) বেতার-টেলিভিশনে নাটক, কথিকা, গানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে এ কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। ৫) সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হতে পারে। এইডস নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক মোকাবেলায় এবং প্রকৃত চিত্র তুলে আনায় এসব প্রতিবেদন একেবারে সময়ের দাবি। ৬) গণমাধ্যমে এসব প্রচার কেবল বিশ্ব এইডস দিবসকে ঘিরে নয়, সারা বছরই বিভিন্ন ভাবে নিয়মিত বিরতিতে প্রচার করতে হবে, লেখা ছাপাতে হবে। ৭) এইডস শনাক্ত করার জন্য এত দিন হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিলো; সম্প্রতি ইউএনডিপির সহায়তায় ৯৮-টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এইডস পরীক্ষার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কেবল যন্ত্রপাতি স্থাপন নয়, তা যেন রোগীর কল্যাণে নিয়োজিত হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। ৮) সবাই যে কেবল অরক্ষিত যৌন সংসর্গের জন্য এইডস রোগে আক্রান্ত হন তা নয়, তাই এ ধরনের রোগীকে সর্বোচ্চ মানবিক সাহায্য দিতে হবে। 'আর নয় ঘৃণা, নয় বৈষম্য; চাই ভালোবাসা, অধিকার ও সাম্য'-এ শ্লোগানকে তুলে ধরতে হবে। আমরা মনে করি, নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমরা যদি এগিয়ে যাই এবং নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও সচেতন করে তুলি তাহলে বিশ্ব এইডস দিবসের শ্লোগান ' এইডস থেকে নিজে বাঁচুন ও অন্যকে বাঁচান' সার্থকতা পাবে।

(নিবন্ধটি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৩ উপলক্ষে গত ৪ ডিসেম্বর ঘাসফুল আয়োজিত আলোচনা সভায় পঠিত)

## নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নিলেন সমিতি নেতারা

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে 'নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ৫ দিনের এক প্রশিক্ষণ গত ১৮-২২ অক্টোবর ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ২০ জন সদস্য এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা ঘটে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন। এতে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার সহকারী কর্মকর্তা সাঈদুর রহমান সাঈদ, তাইম-উল-আলম ও টুটুল কুমার দাশ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ঘাসফুলের বিভিন্ন সমিতির নেতা, ক্যাশিয়ার এবং সম্পাদিকা। সমিতিতে দল গঠন করা, নেতৃত্ব বিকাশ, একজন নেতার গুণাবলী, দল গঠনের পূর্বশর্ত, নীতিমালা ও ধাপ, দলের গতিশীলতা বজায় রাখার শর্তাবলী, দল ব্যবস্থাপনা ও এর সমস্যা এবং সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান এবং নারী পুরুষের সামাজিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

## সাজেদা পল্লী স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের এইডস সচেতনতা সভা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামস্থ সাজেদা পল্লী স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ঘাসফুল যৌথভাবে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সোনাপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্থানীয় রিক্সা চালকদের মধ্যে জাতীয় এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্কের সৌজন্যে

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আবদুল কাদের

প্রাপ্ত টি শার্ট, ক্যাপ, ট্রাউজার এবং ব্যাগ প্রদান করা হয়।

সাজেদা পল্লী স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রবীণ সংগঠক, সাবেক রেলওয়ে কর্মী আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আয়কর উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক ব্যাংকার আবু সুফিয়ান এবং বক্তব্য রাখেন সাজেদা পল্লী স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন নাহার রহমান পরাণ, সুরক্ষার প্রতিনিধি কামরুজ্জামান প্রমুখ। বক্তারা ঘাসফুলের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতে সাজেদা পল্লী স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের সাথে যৌথভাবে আরো উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রত্যাশা তুলে ধরেন।

# নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে আমাদের করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে 'নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে গঠিত কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, নগর কর্মএলাকার আটটি ওয়ার্ডে আটটি 'কমিউনিটি সহিংসতা ওয়াচ গ্রুপ' কাজ করছে। এগ্রুপের সদস্যরা এলাকায় কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটলে তা দ্রুত ঘাসফুলকে জানায় এবং ঘাসফুল তা বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায় সমাধানের চেষ্টা চালায়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সকালে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এবং কিছু সময় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী পর্বে সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, বক্তব্য রাখেন অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান এবং শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ।

তিনটি অধিবেশনে সাজানো প্রশিক্ষণে প্রথমে সমাজ বিশ্লেষণ করা হয় এবং এতে নারী-পুরুষ সামাজিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক কালপর্ব ও জেন্ডার প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ধরন, কারণ, সহিংসতার রূপ এবং তার প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা হয়। এ দু'টো অধিবেশনে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। তৃতীয় অধিবেশনে সংগঠনের জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং, হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এসব সহিংসতা রোধে আইনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি সালিশ ও মামলার তুলনামূলক বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

## পটিয়ায় বিজয় দিবসের র‍্যালীতে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পটিয়া উপজেলায় আয়োজিত কুচকাওয়াজে অংশ নিয়ে ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে পটিয়া কলেজ মাঠে গত ১৬ ডিসেম্বর এই কুচকাওয়াজ এবং এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্র্যাকের সহায়তায় ঘাসফুল পরিচালিত এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ইএসপি) ১৫ টি স্কুলের তিন জন করে ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়।

প্রসঙ্গত, পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়নে ১৪ টি এবং পার্শ্ববর্তী ৫ নং চরকানাই ইউনিয়নে অপর একটিসহ মোট ১৫ টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

## বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন

ঘাসফুল পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কর্মসূচি অধীনে বিভিন্ন কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। এ বছর ১৩টি কেন্দ্রে ১ম ও ৫ম শ্রেণীর মোট ২৬টি স্কুল পরিচালিত হয়। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ৩৯০ জন এবং ৫ম শ্রেণীতে ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আগামী ৫ জানুয়ারী বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হবে বলে জানা গেছে।

## ১৫ টি সার্কেলে জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন

ঘাসফুলের রিফ্রেশ্ট কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত ১৫টি বেসিক সার্কেলের প্রত্যেকটিতে গত ১৫ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সংসারের বেড়াজাল থেকে বেরুতে পারে না-এটাই বুঝি প্রত্যেক মেয়ের ভাগ্যের লিখন।

এখানেই তার কথা শেষ নয়। তার বয়স যখন ৪২-এর কোঠায় তখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি ভাইদের সংসারে অনাবশ্যক গলগ্রহ ছাড়া কিছুই নন; আর তখনই ঠিক করলেন নিজের বেঁচে থাকার অবলম্বন নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। ভাবলেন পৈতৃক সম্পত্তি থেকে পাওয়া কয়েকটি কক্ষ যদি মেরামত করে ভাড়া দেয়া যায়, তবে নিজে চলার একটা খুঁটি হয়। কিন্তু তার এই দুর্দিনে কে তাকে সাহায্য করবে?

মরিয়মের এই সহায় সম্বলহীন জীবনে যখন কেউই তাকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি, ঠিক সেই সময়েই সন্ধান মেলে ঘাসফুলের। ঘাসফুলের সাথে পরিচয়ের পরই নিজের একটা সম্বল খুঁজে পান মরিয়ম। তিন বছর ধরে সমিতিতে যুক্ত মরিয়ম ২য় দফায় ঋণ নিয়েছেন। ঋণের টাকা দিয়ে ভাড়া ঘর মেরামত করেন। যা ভাড়া পান তাই দিয়ে নিজে চলেন এবং কিস্তির টাকাও শোধ করেন। এখন তার সাড়ে তিন হাজার টাকার বেশী সঞ্চয় আছে।

তার মতে, জীবনের পদে পদে সবার কাছে অবহেলিত হয়ে আমি যখন নি:স্ব, তখন আমার এই নি:স্ব জীবনে ঘাসফুল আমাকে বেঁচে থাকার স্বপ্নের সন্ধান দিয়েছে। কারো থেকে টাকা চাওয়া দূরে থাক, ধার চাইলেও পেতাম না। কিন্তু ঘাসফুল থেকেই টাকা পেয়েছি যা আমাকে চলার মতো একটি ঠাঁই করে দিয়েছে।

**শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।**

## ওরিয়েন্টেশন নিলেন ১৩ সমিতি দলনেত্রী

সমিতির নিয়ম-কানুন এবং নেতা বা দলের দায়িত্ব বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে গত ১২ নভেম্বর লাইভলীহুড বিভাগের হল কক্ষে এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৩ জন সমিতি দলনেত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য ভর্তি, উপস্থিতি ও স্বাক্ষর প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধি, ঋণ গ্রহণ, দলনেত্রীর কাজ, ঋণ খেলাপী হলে করণীয় এবং তা রোধ করার উপায় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিভাগের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক মারুফুল করিম, সহকারী কর্মকর্তা সাঈদুর রহমান ও মোহাম্মদ সেলিম এতে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

## নতুন ২৪ সদস্য দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে উঠা এবং নিজ গৃহের চার দেয়ালের বাইরে আসার জন্য প্রয়োজন স্বকর্মসংস্থান। আর এ ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নারীদের জন্য চমৎকার সুযোগ। গত ১৫ অক্টোবর সমিতি সদস্যদের জন্য আয়োজিত দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে এমন বার্তাই তুলে ধরলেন প্রশিক্ষকদ্বয়।

আধ বেলার এ প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাঈদুর রহমান। সাতটি সমিতির ২৪ জন সদস্য এতে প্রশিক্ষণ নেন।

কর্ম এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে যে সব নতুন সমিতি গঠিত হচ্ছে সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায়ই এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়ে থাকে। এতে দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, ঋণ, ঋণের নীতিমালা, দফা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

### অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলন ২০০৩

## ঘাসফুলের পরিবেশনায় মুখরিত নানা পর্ব

চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের মতো আয়োজিত অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলনের বিভিন্ন পর্বে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। গত ১৪-১৬ অক্টোবর নগরীর মুসলিম ইনষ্টিটিউট মিলনায়তন এবং সংলগ্ন আঙ্গিনায় তিন দিনব্যাপী এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

'সোহার্দ্য' সম্প্রীতি ও একতার সেতু বন্ধন'-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এবারের সম্মিলনের তিন দিনে গত বারের ন্যায় তিনটি পৃথক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়। এর মধ্যে উদ্বোধনী দিনে শিশু ও কিশোর-কিশোরী অধিকার, দ্বিতীয় দিনে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সমাপনী দিনে নাগরিক অধিকার বিষয়ক কর্মসূচি অর্ন্তভূক্ত ছিলো।

ঘাসফুলের র‍্যালীর একাংশ

উদ্বোধনী দিনে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুলের দুই শতাধিক কর্মী উপকারভোগী অংশগ্রহণ করে। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ছাতাসহ নানা বর্ণিল উপকরণে সাজানোর র‍্যালীর ঘাসফুলের অংশটি সবার নজর কাড়ে। প্রেস ক্লাব থেকে মুসলিম হল প্রাঙ্গণে র‍্যালী শেষ হওয়ার পর সমবেত উপস্থিতির অনেককে ঘাসফুলের র‍্যালীর বর্ণাঢ্যতার প্রশংসা করতে দেখা যায়।

সম্মিলনের প্রথম দিন বিকেলে 'আমাদের স্বাস্থ্য সেবা : প্রেক্ষিত কৈশোরকাল' শীর্ষক সংলাপে অংশ নেয় ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের ছাত্র মোহাম্মদ শফিকুল। সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনে সাংস্কৃতিক পর্বে ঘাসফুল 'আমাদের প্রতিচ্ছবি' শীর্ষক নাটক পরিবেশন করে। নতুন নির্মিত এ নাটকের এটাই প্রথম মঞ্চায়ন। নারী নির্যাতন ও এর প্রতিরোধকে ভিত্তি করে নির্মিত নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী। এতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দান করে ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলের প্রাক্তন পাঁচ শিক্ষার্থীসহ ১৬ জন ছাত্রছাত্রী। এরা হলো আসমা, শফিকুল, সুমন, লাইলী, সোহাগ, জুয়েল, নাসির, নাজমা, হাসি, মামুন, লিটন, সালমা, কোহিনুর, আকলিমা, বিলকিস ও পিংকি।

এ দিন ঘাসফুল পরিচালিত 'আলোয়' সার্কেলের কার্যক্রম সরাসরি উপস্থাপন করা হয় মুসলিম হল প্রাঙ্গণে। এ সার্কেলের সহায়ক বুশরা তাবাসসুম রাতুলের পরিচালনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

সম্মিলনের সমাপনী দিনে 'বেঁচে থাকার যুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ঘাসফুলের সহায়তায় পরিচালিত মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ মাফিয়া এবং সদস্য জাহানারা বেগম। তারা তাদের এলাকায় পানি সমস্যার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি পানি নিয়ে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের বর্ণনা দেন। এ দিনের সাংস্কৃতিক পর্বে ঘাসফুল একক নৃত্য, দলীয় নাচ ও গান পরিবেশন করে। একক নৃত্য পরিবেশন করে সুইপার কলোনী স্কুলের ছাত্রী নিশা, দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে কোহিনুর, হাসি, বিলকিস ও আকলিমা এবং ঘাসফুলের একদল শিক্ষার্থী অপর একটি দলীয় সংগীত পরিবেশন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মিলন পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী।

## উদ্যোক্তাদের দলীয় সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময়

উদ্যোক্তাদের দলীয় সভা নিজেদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রত্যাশায় ভরে উঠে। বিভিন্ন সময়ে ঘাসফুল থেকে যেসব সমিতি সদস্য 'উদ্যোক্তা' উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (ইডিবিএম) প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর 'ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (জিইডিপি) সদস্য হন তারা সময়ে সময়ে এ রকম দলীয় সভায় মিলিত হন। গত ৯ অক্টোবর কক্ষে এ রকম এক দলীয় সভায় এমনই নানা অভিজ্ঞতা আর প্রত্যাশার কথা উঠে আসে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যবসায় সম্পর্কিত নতুন উদ্যোক্তারা বলেন, প্রশিক্ষণে এখন নিজের ব্যবসায় ধারণা লাভের মাধ্যমে তারা রাখেন এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ নিয়োজিত রাখার ইচ্ছা নিজেদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে একটি সাধারণ সমস্যার কথা পোষণ করেন। উদ্যোক্তারা বলেন-বাজারজাত করণে তারা দিক নির্দেশনাহীন এবং এ ক্ষেত্রে ঘাসফুলের সহায়তা চান। এছাড়া, সেলাই, পোলট্রি, মৎস প্রভৃতি প্রকল্পে তারা ঘাসফুলের কারিগরী সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

দলীয় সভায় সমবেত উদ্যোক্তাবৃন্দ

অংশগ্রহণকারীদের এসব প্রত্যাশার বিপরীতে ঘাসফুলের সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন বিভাগীয় সহকারী ম্যানেজার লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা সাঈদুর রহমানের সহযোগিতায় সভাটি পরিচালনা করেন অপর সহকারী কর্মকর্তা (এন্টারপ্রাইজ) আবু করিম ছমি উদ্দিন। এতে ১৬ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

## জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে ঘাসফুলের তৎপরতা

জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে ঘাসফুল সাড়ে ৩ হাজারের বেশী শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল এবং একই সময় ২ হাজার ৬৩০ জনকে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। গত ২২ অক্টোবর এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের কর্ম এলাকার পৃথক পাঁচটি স্থানে এ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়। এসব স্থানে মোট ৩ হাজার ৫২৭ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

## ব্লাস্ট প্রকল্পে মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি শুরু

'জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং, হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে নতুন একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় এ বিষয়ে একটি সেশন পরিচালিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এবং কয়েকজন শিক্ষক অংশ নেন।

## ওরিয়েন্টেশন নিলেন ১৩ সমিতি দলনেত্রী

সমিতির নিয়ম-কানুন এবং নেতা বা দলের দায়িত্ব বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে গত ১২ নভেম্বর লাইভলীহুড বিভাগের হল কক্ষে এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৩ জন সমিতি দলনেত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য ভর্তি, উপস্থিতি ও স্বাক্ষর প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধি, ঋণ গ্রহণ, দলনেত্রীর কাজ, ঋণ খেলাপী হলে করণীয় এবং তা রোধ করার উপায় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিভাগের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক মারুফুল করিম, সহকারী কর্মকর্তা সাঈদুর রহমান ও মোহাম্মদ সেলিম এতে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

## নতুন ২৪ সদস্য দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে উঠা এবং নিজ গৃহের চার দেয়ালের বাইরে আসার জন্য প্রয়োজন স্বকর্মসংস্থান। আর এ ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নারীদের জন্য চমৎকার সুযোগ। গত ১৫ অক্টোবর সমিতি সদস্যদের জন্য আয়োজিত দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে এমন বার্তাই তুলে ধরলেন প্রশিক্ষকদ্বয়।

আধ বেলার এ প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাঈদুর রহমান। সাতটি সমিতির ২৪ জন সদস্য এতে প্রশিক্ষণ নেন।

কর্ম এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে যে সব নতুন সমিতি গঠিত হচ্ছে সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায়ই এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়ে থাকে। এতে দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, ঋণ, ঋণের নীতিমালা, দফা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

### অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলন ২০০৩

## ঘাসফুলের পরিবেশনায় মুখরিত নানা পর্ব

চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের মতো আয়োজিত অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলনের বিভিন্ন পর্বে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। গত ১৪-১৬ অক্টোবর নগরীর মুসলিম ইনষ্টিটিউট মিলনায়তন এবং সংলগ্ন আঙ্গিনায় তিন দিনব্যাপী এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

'সোহার্দ্য' সম্প্রীতি ও একতার সেতু বন্ধন'-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এবারের সম্মিলনের তিন দিনে গত বারের ন্যায় তিনটি পৃথক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়। এর মধ্যে উদ্বোধনী দিনে শিশু ও কিশোর-কিশোরী অধিকার, দ্বিতীয় দিনে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সমাপনী দিনে নাগরিক অধিকার বিষয়ক কর্মসূচি অর্ন্তভূক্ত ছিলো।

ঘাসফুলের র‍্যালীর একাংশ

উদ্বোধনী দিনে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুলের দুই শতাধিক কর্মী উপকারভোগী অংশগ্রহণ করে। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ছাতাসহ নানা বর্নিল উপকরণে সাজানোর র‍্যালীর ঘাসফুলের অংশটি সবার নজর কাড়ে। প্রেস ক্লাব থেকে মুসলিম হল প্রাঙ্গণে র‍্যালী শেষ হওয়ার পর সমবেত উপস্থিতির অনেককে ঘাসফুলের র‍্যালীর বর্ণাঢ্যতার প্রশংসা করতে দেখা যায়।

সম্মিলনের প্রথম দিন বিকেলে 'আমাদের স্বাস্থ্য সেবা : প্রেক্ষিত কৈশোরকাল' শীর্ষক সংলাপে অংশ নেয় ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের ছাত্র মোহাম্মদ শফিকুল। সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনে সাংস্কৃতিক পর্বে ঘাসফুল 'আমাদের প্রতিচ্ছবি' শীর্ষক নাটক পরিবেশন করে। নতুন নির্মিত এ নাটকের এটাই প্রথম মঞ্চায়ন। নারী নির্যাতন ও এর প্রতিরোধকে ভিত্তি করে নির্মিত নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী। এতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দান করে ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলের প্রাক্তন পাঁচ শিক্ষার্থীসহ ১৬ জন ছাত্রছাত্রী। এরা হলো আসমা, শফিকুল, সুমন, লাইলী, সোহাগ, জুয়েল, নাসির, নাজমা, হাসি, মামুন, লিটন, সালমা, কোহিনুর, আকলিমা, বিলকিস ও পিংকি।

এ দিন ঘাসফুল পরিচালিত 'আলোয়' সার্কেলের কার্যক্রম সরাসরি উপস্থাপন করা হয় মুসলিম হল প্রাঙ্গণে। এ সার্কেলের সহায়ক বুশরা তাবাসসুম বাতুলের পরিচালনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

সম্মিলনের সমাপনী দিনে 'বেঁচে থাকার যুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ঘাসফুলের সহায়তায় পরিচালিত মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ মাফিয়া এবং সদস্য জাহানারা বেগম। তারা তাদের এলাকায় পানি সমস্যার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি পানি নিয়ে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের বর্ণনা দেন। এ দিনের সাংস্কৃতিক পর্বে ঘাসফুল একক নৃত্য, দলীয় নাচ ও গান পরিবেশন করে। একক নৃত্য পরিবেশন করে সুইপার কলোনী স্কুলের ছাত্রী নিশা, দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে কোহিনুর, হাসি, বিলকিস ও আকলিমা এবং ঘাসফুলের একদল শিক্ষার্থী অপর একটি দলীয় সংগীত পরিবেশন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মিলন পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী।

## উদ্যোক্তাদের দলীয় সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময়

উদ্যোক্তাদের দলীয় সভা নিজেদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রত্যাশায় ভরে উঠে। বিভিন্ন সময়ে ঘাসফুল থেকে যেসব সমিতি সদস্য 'উদ্যোক্তা' উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (ইডিবিএম) প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর 'ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (জিইডিপি) সদস্য হন তারা সময়ে সময়ে এ রকম দলীয় সভায় মিলিত হন। গত ৯ অক্টোবর কক্ষে এ রকম এক দলীয় সভায় এমনই নানা অভিজ্ঞতা আর প্রত্যাশার কথা উঠে আসে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তারা বলেন, প্রশিক্ষণে ব্যবসায় সম্পর্কিত নতুন ধারণা লাভের মাধ্যমে তারা এখন নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রাখেন এবং এ বিষয়ে নিজেদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন। উদ্যোক্তারা একটি সাধারণ সমস্যার কথা বলেন-বাজারজাত করণে তারা দিক নির্দেশনাহীন এবং এ ক্ষেত্রে ঘাসফুলের সহায়তা চান। এছাড়া, সেলাই, পোলট্রি, মৎস প্রভৃতি প্রকল্পে তারা ঘাসফুলের কারিগরী সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

দলীয় সভায় সমবেত উদ্যোক্তাবৃন্দ

অংশগ্রহণকারীদের এসব প্রত্যাশার বিপরীতে ঘাসফুলের সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন বিভাগীয় সহকারী ম্যানেজার লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা সাঈদুর রহমানের সহযোগিতায় সভাটি পরিচালনা করেন অপর সহকারী কর্মকর্তা (এন্টারপ্রাইজ) আবু কবির ছমি উদ্দিন। এতে ১৬ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

## জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে ঘাসফুলের তৎপরতা

জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে ঘাসফুল সাড়ে ৩ হাজারের বেশী শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল এবং একই সময় ২ হাজার ৬৩০ জনকে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। গত ২২ অক্টোবর এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের কর্ম এলাকার পৃথক পাঁচটি স্থানে এ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়। এসব স্থানে মোট ৩ হাজার ৫২৭ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

## ব্লাস্ট প্রকল্পে মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি শুরু

'জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং, হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে নতুন একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় এ বিষয়ে একটি সেশন পরিচালিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এবং কয়েকজন শিক্ষক অংশ নেন।

বর্ষ ২
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

# ঘাসফুল বার্তা

## চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপিত

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৩ উদযাপন উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ১ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবসে স্থানীয় জেলা শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভা, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, তাদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী এবং এসব শিশুর পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯-টায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হয় শিশু একাডেমী মিলনায়তনের করিডোরে। এতে ঘাসফুল পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ছাড়াও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা), সিডব্লিউএফডি চট্টগ্রাম, অর্গানাইজেশন অব আর্টস ফর চিলড্রেন (ওয়াচ) এবং ইউনাইট থিয়েটার ফর সোশ্যাল এ্যাকশন (উৎস)-এর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

সকাল সাড়ে ১০-টায় শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) কাজী শাহনেওয়াজ বেগম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ঢালী আল মামুন, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহেদ আলী চৌধুরী এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রামের জেলা সংগঠক মুক্তারুল আলম। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের ছাত্র শফিকুল ইসলাম প্রতিযোগিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা।

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কাজী শাহনেওয়াজ বেগম, পাশে সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বক্তারা বলেন, 'মমতায় শিশু, উন্নয়নে শিশু'–এই শ্লোগানকে সামনে তুলে ধরে এবার বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহ। দেশ, জাতি ও সমাজভেদে শিশুরা আজ নানা বৈষম্যের শিকার। বক্তারা বিশ্বব্যাপী শিশুদের বঞ্চনার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তারা আরো বলেন, আজকের অস্থির পৃথিবীর জন্য বড় বেশী প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সংবেদনশীল মানুষ– যারা সৃষ্টি করবে, সুকুমার বৃত্তির চর্চা করবে। অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তারা ঘাসফুলের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এ চর্চা অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ফিতা কেটে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১ম হয় মো: আবু তাহের (ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুল), ২য় টুম্পা বড়ুয়া (ঘাসফুল মতিঝর্ণা স্কুল) এবং ৩য় ইয়াসমিন (ঘাসফুল পোস্তারপাড় স্কুল)। এতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করে তারমিন (বিটা) এবং সামিনা আহসান (ওয়াচ)। প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন শিল্পী ঢালী আল মামুন এবং শিল্পী জাহেদ আলী চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন। এরপর মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, একক অভিনয় এবং দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে।

## সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য ঘাসফুলের চোখ পরীক্ষা কর্মসূচি সম্পন্ন

লায়ন্স ক্লাব অব প্রেসিডেন্সির সহযোগিতায় ঘাসফুলের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য চোখ পরীক্ষা কর্মসূচি গত ২০ অক্টোবর সোমবার কদমতলী আলোসিডি ক্লাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে ঘাসফুল এডুকেয়ার কে জি স্কুলসহ ছয়টি শিক্ষা কেন্দ্রের ২২১ জন শিশু ও কিশোর-কিশোরীর চোখ পরীক্ষা করা হয়।

একজন ছাত্রীর চোখ পরীক্ষা করছেন লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের প্যারামেডিক

সকালে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চোখ পরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা রিজিয়ন চেয়ারম্যান লায়ন আলহাজ্ব কিবরিয়া এবং এ আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। লায়ন্স ক্লাব অব প্রেসিডেন্সির সভাপতি লায়ন হারুন ইউসুফ এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

**টিউমার অপসারণ শেষে সাইফুল এখন সুস্থ:** ঘাসফুল মাইল্লার বিল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ সাইফুল সংস্থার উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় চোখের টিউমার অপসারণ করে সুস্থতা লাভ করেছে। ডিসেম্বরে সে বার্ষিক পরীক্ষাও সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ সাইফুল দীর্ঘ দিন ধরে চোখের টিউমার রোগে ভুগছিলো। সম্প্রতি ঘাসফুলের উদ্যোগে লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় শিশুদের চোখ পরীক্ষা কর্মসূচিতে তার এ সমস্যা ধরা পড়ে এবং ডাক্তাররা অপারেশনের পরামর্শ দেয়। লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে যোগাযোগের পর অপারেশনে ৫ হাজার টাকা খরচের কথা জানালে বিষয়টি নিয়ে ঘাসফুল দাপ্তরিক যোগাযোগ শুরু করে এবং অবশেষে মাত্র ১২০০ টাকা দিয়ে ঘাসফুল সাইফুলের টিউমার অপারেশন সম্পন্ন করে।

**উপদেষ্টামন্ডলী**
মিসেস শাহানা আমিন
ডেইজি মউদুদ
এম এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

**সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি**
আফতাবুর রহমান জাফরী

**সম্পাদক**
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাগ

**নির্বাহী সম্পাদক**
শাহাব উদ্দিন নীপু

**সম্পাদকীয় পরিষদ**
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফউদ্দিন আহমদ

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাগ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফডি এসোসিয়েশন, ১৩৬১, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।